কাপ্তাই হ্রদ মৎস্য উন্নয়ন ও বিপণন কেন্দ্র

রাঙ্গামাটি

বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

www.bfdc.gov.bd

কাপ্তাই হ্রদ মৎস্য উন্নয়ন ও বিপণন কেন্দ্র

বিএফডিসি, রাঙ্গামাটি

ভূমিকা:

কাপ্তাই হ্রদ বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বদ্ধ জলাশয়সমূহের মধ্যে সর্ববৃহৎ। আয়তন প্রায় ৬৮,৮০০ হেক্টর, যা অভ্যন্তরীণ মোট জলাশয়ের প্রায় ১৯%। মূলতঃ জল বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যে তৈরী হলেও মৎস্য উৎপাদন, দেশীয় ও বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন, জেলে, মৎস্য ব্যবসায়ী ও স্থানীয় জনসাধারণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নসহ জীবন-জীবিকা থেকে শুরু করে দেশের সামগ্রিক মৎস্য সেক্টরে কাপ্তাই হ্রদ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে আসছে। হ্রদ সৃষ্টির শুরু থেকেই মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনের উপর অর্পিত।

কাপ্তাই হ্রদের বৈশিষ্ট্য:

স্বাভাবিক জলায়তন	৫৮,৩০০ হেক্টর
সর্বোচ্চ জলায়তন	৬৮,৮০০ হেক্টর
গড় গভীরতা	০৯ (নয়) মিটার
সর্বোচ্চ গভীরতা	৩৬ (ছত্রিশ) মিটার
মৌসুমভেদে গভীরতার তারতম্য	০৮.১৪ মিটার
দেশীয় মাছের প্রজাতি	৬৬ টি
বহিরাগত মাছের প্রজাতি	০৬ টি
চিংড়ি প্রজাতি	০২ টি
বাণিজ্যিকভাবে আহরিত প্রজাতি	৩৬ টি

হ্রদ সৃষ্টির ইতিহাস:

কাপ্তাই হ্রদ জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের বাঁধের অবস্থানস্থল ‘কাপ্তাই’ এর নাম অনুসারে এর নাম হয় কাপ্তাই হ্রদ। কাপ্তাই বাঁধের নির্মাণ কাজ শেষ হওয়ার পর ১৯৬১ সনের মে মাসে স্পিলওয়ে বন্ধ করা হয়। বাঁধ সৃষ্টির পূর্বে বর্তমান হ্রদটি ছিল অগণিত ছোট-বড় পাহাড়, টিলা এবং উপত্যকা পরিবেষ্টিত এক বিশেষ বৈশিষ্ট্যময় স্থলভূমি। আসামের লুসাই পাহাড় থেকে সৃষ্ট কর্ণফুলী নদীসহ বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে থেকে বয়ে আসা কাচালং, মাইনী, রীংক্ষং ও চেঙ্গী নদীর সম্মিলিত ধারা কর্ণফুলী নামে সরাসরি বঙ্গোপসাগরে প্রবাহিত হতো। বাঁধ দেয়ার ফলে এ সব নদী ও এদের আশ-পাশের নীচু এলাকা সহ বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রামের এক বিরাট এলাকা জলমগ্ন হয়ে এ হ্রদের সৃষ্টি হয়।

কাপ্তাই হ্রদের বিস্তৃতি ও সুবিধাভোগী জনগোষ্ঠী:

কাপ্তাই হ্রদ রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি জেলার নিম্নোক্ত দশটি উপজেলা জুড়ে বিস্তৃত।

জেলা	উপজেলা	জনসংখ্যা (২০১১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী)
রাঙ্গামাটি	রাঙ্গামাটি সদর	১২৪৭২৮
	কাপ্তাই	৭৯৪৪২
	বরকল	৪২৬৬০
	লংগদু	৬৬৪৭০
	জুরাছড়ি	২২১৮৫
	বিলাইছড়ি	২৪১৫৪
	বাঘাইছড়ি	৮০৮৪৬
	নানিয়ার চর	৩৯১৯০
খাগড়াছড়ি	দীঘিনালা	১০৭৩৬৩
	মহালছড়ি	৫৪৩৯০
	মোট:	**৬,৪১,৪২৮ জন**

উল্লিখিত দুটি জেলাধীন দশটি উপজেলার ৬৪১৪২৮ জনগোষ্ঠীর জীবন জীবিকা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কাপ্তাই হ্রদের উপর নির্ভরশীল। হ্রদ এলাকায় জনগোষ্ঠী সরাসরি হ্রদের মাছ আহরণ/স্থানীয় বাজার থেকে শুল্ক বিহীন ক্রয় করে নিজেদের দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় মাছের চাহিদাপূরণ করে থাকে। এদের মধ্যে নিবন্ধিত ২২ হাজার এর অধিক মৎস্যজীবী সরাসরি লেকে উৎপাদিত মৎস্য আহরণ করে জীবিকা নির্বাহ করে। হ্রদ এলাকার ১০ টি উপজেলার সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিজিবি, পুলিশ, আনসারসহ সকল সরকারি-বেসরকারি অফিসে কর্মরতদের এবং বিভিন্ন জায়গা থেকে আগত বিপুল সংখ্যক পর্যটকদের দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় কাপ্তাই লেকে উৎপাদিত মাছের একটি বড় অংশ চাহিদা পূরণ করে থাকে। এরা কি পরিমাণ মাছ গ্রহণ করে তার সঠিক তথ্য সংগ্রহ করা কষ্টসাধ্য।

হ্রদের মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা: রাজস্ব বিভাগের উচ্চ পর্যায়ের ১৭ মে ১৯৬৬ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে ১৯৬৮ সাল থেকে কাপ্তাই হ্রদে মৎস্য সম্পদের উন্নয়ন ও বাণিজ্যিক আহরণের নিমিত্ত বার্ষিক ২০ হাজার টাকা লীজ চুক্তিতে তৎকালীন ইস্ট পাকিস্তান ফিশারিজ ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনকে লীজ প্রদান করা হয়। এর ধারাবাহিকতায় বর্তমানে বাৎসরিক ৫০ লক্ষ টাকা জেলা প্রশাসক, রাঙ্গামাটিকে লীজ মূল্য পরিশোধের মাধ্যমে বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন পার্বত্য রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি জেলাধীন ১০টি উপজেলার ৬,৪১,৪২৮ জনসাধারণের আমিষের চাহিদাপূরণ, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে।

অবকাঠামোসমূহ:

কাপ্তাই হ্রদের মৎস্য সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার সুবিধার্থে হ্রদ এলাকায় কর্পোরেশনের রাঙ্গামাটি সদর অফিস ছাড়াও কাপ্তাই, লংগদু, মহালছড়ি, মারিশ্যা ৪টি উপকেন্দ্র রয়েছে। হ্রদ হতে আহরিত মৎস্য স্বাস্থ্য সম্মত উপায়ে অবতরণ ও বাজারজাতকরণের জন্য রাঙ্গামাটি সদর, কাপ্তাই, মহালছড়ি ও লংগদুতে চারটি মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র রয়েছে। রাঙ্গামাটি সদর অবতরণ কেন্দ্রে ৩টি ভাসমান পন্টুন, ২০০০ বর্গফুট আয়তনের প্যাকিং শেড, ৪০০০ বর্গফুট আয়তনের পার্কিং এরিয়া ও মৎস্য ব্যবসায়ীদের কাজের সুবিধার্থে ৩২টি আড়ৎঘর রয়েছে। এছাড়া ৯ মে. টন উৎপাদন ক্ষমতার ১টি বরফকল রয়েছে। কাপ্তাই উপকেন্দ্রে ৪টি ভাসমান পন্টুনের মাধ্যমে অবতরণ সুবিধা স্থাপন করা হয়েছে। ভাসমান পন্টুনেই মৎস্য অবতরণ ও প্যাকিং সম্পন্ন করা হয়। এছাড়া ৫ মে. টন উৎপাদন ক্ষমতার ১টি বরফকল রয়েছে। কর্পোরেশনের নিজস্ব ভূমির অভাবে কাপ্তাইতে প্যাকিং শেড, পার্কিং এরিয়া ও ব্যবসায়ীদের আড়ৎঘর নির্মাণ করতে না পারায় বর্তমানে ভাসমান পন্টুন দিয়েই সকল কার্য সমাধান করা হচ্ছে। মহালছড়ি মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রে ৫ মে. টন উৎপাদন ক্ষমতার একটি বরফকল রয়েছে।

উপকেন্দ্রসমূহ:

কাপ্তাই হ্রদ এলাকায় বিএফডিসি'র নিম্নোক্ত ৫টি উপকেন্দ্র রয়েছে:

১। রাঙ্গামাটি সদর, রাঙ্গামাটি।
২। কাপ্তাই উপকেন্দ্র, রাঙ্গামাটি।
৩। মহালছড়ি উপকেন্দ্র, খাগড়াছড়ি।
৪। লংগদু উপকেন্দ্র, রাঙ্গামাটি।
৫। মারিশ্যা, বাঘাইছড়ি, রাঙ্গামাটি।

রাঙ্গামাটি সদর

মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রসমূহ:

কাপ্তাই হ্রদের আহরিত মাছ স্বাস্থ্যসম্মত অবতরণের জন্য নিম্নোক্ত ৪টি অবতরণ কেন্দ্র রয়েছে:

১। রাঙ্গামাটি সদর, রাঙ্গামাটি।
২। কাপ্তাই, রাঙ্গামাটি।
৩। মহালছড়ি, খাগড়াছড়ি।
৪। মারিশ্যা, বাঘাইছড়ি, রাঙ্গামাটি।

মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র, রাঙ্গামাটি

বরফকল

১। রাঙ্গামাটি সদর ১টি (৯ মে. টন ক্ষমতা সম্পন্ন)।
২। কাপ্তাই উপকেন্দ্র ১টি (৫ মে. টন ক্ষমতা সম্পন্ন)।
৩। মহালছড়ি, খাগড়াছড়ি ১টি (৫ মে. টন ক্ষমতা সম্পন্ন)।

কর্পোরেশনের বরফকলে উৎপাদিত বরফ

চেকপোষ্ট- ৭টি

১. রাঙ্গামাটি-চট্টগ্রাম সড়কের মানিকছড়িতে ১টি।
২. কাপ্তাই-চট্টগ্রাম সড়কের চিৎমরম এ ১টি ও বড়ইছড়িতে ১টি।
৩. খাগড়াছড়ি-চট্টগ্রাম সড়কের খাগড়াছড়ি জিরোমাইল -১টি, জালিয়াপাড়া- ১টি ও মেরুন, দিঘীনালা- ১টি।
৪. দীঘিনালা-খাগড়াছড়ি সড়কের জামতলীতে ১টি চেকপোষ্ট রয়েছে।

চেকপোস্ট, বড়ইছড়ি, কাপ্তাই

মৎস্য হ্যাচারী

সম্প্রতি “কাপ্তাই লেকে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা জোরদারকরন প্রকল্প” এর অর্থায়নে লংগদু উপজেলায় কাপ্তাই হ্রদ সংলগ্ন স্থানে একটি মৎস্য হ্যাচারী নির্মাণ করা হয়েছে। উক্ত হ্যাচারীতে বার্ষিক ৬০ কেজি কার্প জাতীয় মাছের রেনু উৎপাদনের স্বক্ষমতা রয়েছে। এ হ্যাচারীতে গত বছর ৫০ কেজি কার্প জাতীয় মাছের রেনু উৎপাদন করা হয়। উৎপাদিত রেনু নার্সারী পুকুরে লালন-পালন করত: ৪-৬ ইঞ্চি আকারের পোনা তৈরির পর কাপ্তাই লেকে অবমুক্ত করা হয়।

মৎস্য হ্যাচারী, মারিস্যার চর, লংগদু, রাঙ্গামাটি

ব্রুড মাছ

রেনু

মৎস্য নার্সারী

"কাপ্তাই লেকে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা জোরদারকরণ প্রকল্প" এর অর্থায়নে লংগদু উপজেলায় কাপ্তাই হ্রদ সংলগ্ন স্থানে প্রায় ২৫ একরের ৮টি মৎস্য নার্সারী পুকুর নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া লংগদু এলাকায় ১২ একরের ৩টি এবং রাঙ্গামাটি সদর এলাকায় ১৩ একরের ২টিসহ মোট ৫০ একরের ১৩টি নার্সারী পুকুর রয়েছে। হ্যাচারিতে উৎপাদিত রেনু এ সকল নার্সারীতে প্রতিপালনের পর কাপ্তাই লেকে পোনা অবমুক্ত করা হয়।

নার্সারী কাম-আবাসিক ভবন

নার্সারী পুকুর

পোনা অবমুক্তকরণ ও মৎস্য উৎপাদন:

কাপ্তাই হ্রদের উৎপাদিত মাছ আহরণোত্তর অবতরণের জন্য কর্পোরেশনের ০৪ টি মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র রয়েছে। এ অবতরণ কেন্দ্রসমূহে অবতরণকৃত সকল মাছ যথাযথভাবে রাজস্বের অর্থ পরিশোধ করত: হ্রদ এলাকার বাহিরে চট্টগ্রাম ও ঢাকার বিভিন্ন বাজারে বিক্রয় করা হয়। এছাড়া অবতরণকৃত আইড়, বোয়াল, পাবদা, কেচকি, বাইম প্রভৃতি মাছ বিদেশে রপ্তানি করা হয়। উল্লিখিত ০৪ টি অবতরণ কেন্দ্রে অবতরণকৃত মাছের প্রকৃত হিসাব অত্র কর্পোরেশন সংরক্ষণ করে। যার বিবরণ নিম্নরুপ:

ক্রঃ নং	আর্থিক সাল	মজুদকৃত পোনার পরিমাণ ও মূল্য		অবতরণকৃত মাছের পরিমাণ ও রাজস্ব আয়	
		পোনা অবমুক্তকরণ (টন)	আর্থিক (লক্ষ টাকায়)	ভৌতিক (টন)	আর্থিক (লক্ষ টাকায়)
১	২০১৪-১৫	২০.০০	৬৪.০০	৮৬৪৪.৮০	৮৬৭.৭৫
২	২০১৫-১৬	২২.০০	৭৩.৭০	৯৫৮৯.৬৩	৯৯৬.৩৪
৩	২০১৬-১৭	২৭.০০	৯০.৪৫	৯৯৭৪.৪৯	১২০৩.৩৩
৪	২০১৭-১৮	২৭.২৯	৯৪.৫০	১০১৫২.৩২	১২৪২.৫১
৫	২০১৮-১৯	২৭.৩৮	৯২.১৮	১০৫৭৭.৮০	১২৭৮.৭২

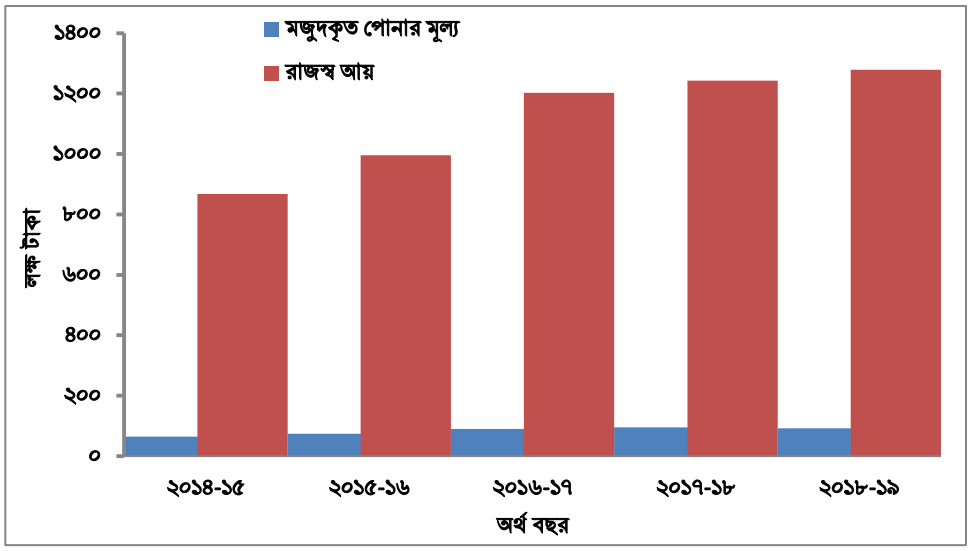

চিত্র: মজুদকৃত কার্প জাতীয় পোনার মূল্য ও অবতরণকৃত মাছের রাজস্ব আয়

কর্পোরেশন যে পরিমাণ মাছের পোনা কাপ্তাই লেকে প্রতি বছর অবমুক্ত করে তা থেকে উৎপাদিত রুই, কাতলা, মৃগেলসহ বিভিন্ন প্রজাতির বড় আকৃতির মাছের সিংহভাগ হ্রদ এলাকার ১০ টি উপজেলার স্থানীয় বাজারসমূহে মৎস্যজীবীরা বিক্রয় করে থাকে।

বিএফডিসি'র অবতরণ কেন্দ্রে অবতরণকৃত মাছ:

রাঙ্গামাটিস্থ স্থানীয় বাজারসমূহে সরাসরি অবতরণকৃত মাছ:

জনস্বার্থে এ সকল বাজারে অবতরণকৃত মাছের শুল্ক আদায় করা হয় না। এছাড়া প্রত্যন্ত এলাকার স্থানীয় বাজারসমূহে অবতরণকৃত মাছের সঠিক হিসাব রাখা এবং মনিটর করা সম্ভব হয় না। কাজেই কাপ্তাই লেকে বাৎসরিক মাছ উৎপাদনের পরিমাণ নির্ধারণ করা কষ্টসাধ্য। তবে হ্রদ এলাকায় বসবাসকারী মোট জনগোষ্ঠীর দৈনিক মাথাপিছু মাছ গ্রহণের পরিমাণ এবং কর্পোরেশনের অবতরণ কেন্দ্রসমূহে অবতরণকৃত মাছের পরিমাণের সমন্বয়ে কাপ্তাই লেকে বাৎসরিক মাছ উৎপাদনের মোট পরিমাণ নির্ধারণ করা যেতে পারে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান বুরোর তথ্য অনুযায়ী দেশের মানুষ মাথাপিছু দৈনিক ৬২ দশমিক ৫৮ গ্রাম মাছ গ্রহণ করে থাকে। সে হিসাব অনুযায়ী রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি জেলার হ্রদ এলাকার ১০ টি উপজেলায় বসবাসকৃত ৬,৪১,৪২৮ জন মানুষ ৯ মাসে (মাছ আহরণ উন্মুক্তকালীন) ১০,৮৩৮ মেট্রিক টন মাছ গ্রহণ করে। অর্থাৎ কাপ্তাই লেকে ২০১৮-১৯ আর্থিক সালে মৎস্য উৎপাদনের পরিমাণ বিএফডিসি অবতরণ কেন্দ্রের অবতরণকৃত মাছ ১০,৫৭৮ মেট্রিক টন ও স্থানীয় জনসাধারণের মাথাপিছু মাছ গ্রহণের পরিমাণ ১০,৮৩৮ মেট্রিক টনসহ সর্বমোট ২১,৪১৬ মেট্রিক টন নির্ধারণ করা যায়।

রাজস্ব আয়:

বিএফডিসি কাপ্তাই লেকে মৎস্য উৎপাদনের মাধ্যমে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর আমিষের চাহিদাপূরণ, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কাজ করছে। এছাড়া জাতীয় পর্যায়ে মাছের চাহিদাপূরণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকাসহ মৎস্য খাতে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে সহায়তা করছে। কর্পোরেশনের অবতরণ কেন্দ্রসমূহে অবতরণকৃত মাছের প্রজাতিভিত্তিক কেজিপ্রতি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ রাজস্ব হিসেবে গ্রহণের প্রচলন আছে। তবে অবতরণকৃত মাছের কেজিপ্রতি যে পরিমাণ রাজস্ব গ্রহণ করা হয় তা মাছের বিক্রয় মূল্যের শতকরা ১০ ভাগের মতো, অবশিষ্ট ৯০ ভাগ অর্থ মৎস্যজীবী ও মৎস্য ব্যবসায়ীরা গ্রহণ করে থাকে। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে কাপ্তাই হ্রদ এলাকায় বিএফডিসি'র অবতরণ কেন্দ্রসমূহে ১০,৫৭৮ মেট্রিক টন মাছ অবতরণ হয়। যা বিপরীতে ১২ কোটি ৭৮ আটাত্তর লক্ষ ৭২ হাজার টাকা রাজস্ব আয় হয়।

মাছের সুষ্ঠু প্রজনন ব্যবস্থাপনা ও বংশ বৃদ্ধি:

কাপ্তাই হ্রদে মাছের স্বত:স্ফুর্ত প্রাকৃতিক প্রজনন নিশ্চিত করণ এবং জীব-বৈচিত্র সংরক্ষণের জন্য জেলা প্রশাসকের নির্বাহী আদেশে প্রতি বছর প্রজনন মৌসূমে হ্রদে ৩ মাস মৎস্য আহরণ বন্ধ রাখা হয়। বাংলাদেশ বেতার, স্থানীয় ক্যাবলে সম্প্রচার, লিফলেট বিতরণের মাধ্যমে ব্যাপক প্রচারণা চালানো হয়। এতে হ্রদে সকল প্রজাতির মাছের বংশ বৃদ্ধি নিশ্চিত হয়। এ সময়ে জেলা ও উপজেলা প্রশাসন, বিজিবি, সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, নৌ-পুলিশ, পুলিশ ও আনসারসহ বিএফডিসি'র কর্মকর্তা/কর্মচারীরা মাছের সুষ্ঠু প্রজননের লক্ষ্যে হ্রদের মাছ আহরণ, পরিবহণ ও বাজারজাতকরণ রোধকল্পে পাহারা ও তদারকি নিশ্চিত করে।

খাঁচায় মাছ চাষ:

লেকে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য পাইলট প্রকল্প হিসেবে ১ মার্চ ২০২০ খ্রি: হতে ৪টি খাঁচায় তেলাপিয়া ও কার্প জাতীয় মাছ চাষ করা হচ্ছে। এর সফলতার উপর ভিত্তি করে ভবিষ্যতে বৃহৎ আকরে খাঁচায় মৎস্য চাষ প্রকল্প গ্রহণ করা হবে।

অভয়াশ্রমসমূহ:

কাপ্তাই হ্রদের বিলুপ্ত প্রায় মৎস্য প্রজাতি রক্ষা এবং জীব-বৈচিত্র সংরক্ষণের জন্য হ্রদ এলাকার বিভিন্ন স্থানে নিম্নোক্ত ০৭ টি অভয়াশ্রম তৈরি করা হয়:

১. রাঙ্গামাটি ডিসি বাংলো সংলগ্ন হ্রদ এলাকা।
২. বিএফডিসি রাঙ্গামাটি সদর অফিস সংলগ্ন হ্রদ এলাকা।
৩. লংগদু উপজেলায় কাট্টলী বাজার সংলগ্ন বিলের হ্রদ এলাকা।
৪. ছয়কুড়ি বিল, নানিয়ারচর হ্রদ এলাকা।
৫. রাঙ্গামাটি রাজবন বিহার সংলগ্ন হ্রদ এলাকা।
৬. কাপ্তাই নৌবাহিনী/সেনাবাহিনী ক্যাম্প সংলগ্ন অভয়াশ্রম। ও
৭. বিলাইছড়ি উপজেলার চক্রছড়ির রিংক্ষিয়ং নদী অভয়াশ্রম।

মৎস্য অভয়াশ্রম, বিএফডিসি অফিস সংলগ্ন এলাকা, রাঙ্গামাটি

মোবাইল মনিটরিং সেন্টার:

''কাপ্তাই লেকে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা জোরদারকরন প্রকল্প'' এর অর্থায়নে ৬টি মোবাইল মনিটরিং সেন্টার নির্মাণ করা হয়েছে। হ্রদ মনিটরিংয়ের লক্ষ্যে হ্রদের গুরুত্বপূর্ণ ৬টি স্থানে মোবাইল মনিটরিং সেন্টার সমূহ স্থাপন করা হয়েছে। ফলে মৎস্য অভয়াশ্রম সমূহ তদারকিসহ সার্বিক হ্রদ মনিটরিং কার্যক্রম জোরদার হয়েছে।

মোবাইল মনিটরিং সেন্টার, কাপ্তাই হ্রদ

বাস্তবায়িত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ:

ক্র: নং	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়ন কাল
০১	কর্ণফুলি হ্রদ বাণিজ্যিক মৎস্য আহরণ প্রকল্প	১৯৬৪-৬৫ হতে ১৯৬৯-৭০
০২	কর্ণফুলি হ্রদ মৎস্য উন্নয়ন ও বাজারজাতকরণ প্রকল্প	১৯৮১-৮২ হতে ১৯৮৪-৮৫
০৩	কাপ্তাই লেকে মৎস্য উন্নয়ন ও উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প	১৯৯৫-৯৬ হতে ১৯৯৯-০১
০৪	কাপ্তাই লেকে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা জোরদারকরন প্রকল্প	জানুয়ারি, ২০১১ হতে জুন ২০১৬

মৎস্যজীবীদের খাদ্য সহায়তা:

বর্তমান সরকার প্রথম বারের মতো হ্রদে মৎস্য আহরণ বন্ধকালীন মৎস্যজীবিদের জীবিকা নির্বাহের জন্য বিশেষ ভিজিএফ কার্ডের মাধ্যমে খাদ্য সহায়তা প্রদান প্রথা চালু করে। ২০১০ সালে ২৫০৮ জন এর ধারাবাহিকতায় ২০১৬ সালে ১৯১৫৯ জন দুঃস্থ মৎস্যজীবিকে খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। ইহাতে দুঃস্থ মৎস্যজীবীরা মৎস্য আহরণ বন্ধকালীন সময়ে অবৈধভাবে মৎস্য আহরণ থেকে বিরত থাকছে যা হ্রদের মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক ভুমিকা পালন করছে।

হ্রদের মাছের বহির্গমন:

কাপ্তাই হ্রদের পানি ধারণ ক্ষমতা ১০৯ ফুট (এমএসএল) এর বেশি হলে বাঁধের ১৬ টি স্পিলওয়ে দ্বারা প্রতি সেকেন্ডে ৫ লাখ ২৫ হাজার কিউসেক ফিট পানি কর্ণফুলী নদীতে নির্গমন হয়। এ পানি নির্গমনকালে হ্রদ হতে প্রচুর মাছ কর্ণফুলী নদীতে চলে যায়। এছাড়া বিদ্যুৎ উৎপাদনকালে টারবাইনের সাথেও প্রচুর মাছ কর্ণফুলী নদীতে চলে যায়। বর্ষাকালে পাহাড়ি খরস্রোতে কাপ্তাই হ্রদের মাছ হ্রদ সীমানার বাইরে নদীসমূহে চলে যায় যা কাপ্তাই হ্রদের মোট মাছ উৎপাদন হতে বিয়োজন হয়।

অবৈধ জাগ অপসারণ:

কাপ্তাই হ্রদের বিভিন্ন ঘোনাগুলোতে গাছ বা ডালপালা দিয়ে অবৈধ জাগ স্থাপন করে প্রজননক্ষম মাছ নির্বিচারে আহরণ করা হতো। এতে হ্রদের মাছের বংশবৃদ্ধি ব্যাহত হতো। বর্তমানে বিএফডিসি'র কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ নৌ পুলিশ এবং জেলা-উপজেলা প্রশাসনের সহায়তায় অবৈধ জাগ উচ্ছেদের জন্য নিয়মিত টহল পরিচালনা করা হয়। এতে জাগ স্থাপন পূর্বের তুলনায় অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে।

নৌপুলিশের সহায়তায় অবৈধ জাগ উচ্ছেদ

মৎস্য আইন বাস্তবায়ন:

মৎস্য আইন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জেলা/উপজেলা প্রশাসন, বিজিবি, পুলিশ ও বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ অবৈধ জাল আটক ও ধ্বংস করে থাকে।

সমস্যাদি:

১. প্রকৃতগতভাবে কাপ্তাই হ্রদ পাহাড়ি পরিবেশে বিসমভাবে বিস্তৃত অর্থাৎ সমতল এলাকার অন্যান্য জলাশয় অপেক্ষা ভিন্ন হওয়ায় এ বিশাল জলরাশির সম্পদ নিয়ন্ত্রণ করা কষ্টসাধ্য।

২. কাপ্তাই হ্রদের বিভিন্ন ঘোনায় নেটের ঘেরা ও বাঁধ নির্মাণ করে অবৈধভাবে মৎস্য চাষ করে হ্রদ দখল করা হচ্ছে।

৩. হ্রদের নাব্যতা হ্রাসের কারণে কার্প জাতীয় মাছের প্রাকৃতিক প্রজনন ব্যহত হচ্ছে।

৪. অবৈধভাবে হ্রদের জমি দখল করে বাসা-বাড়ি ও বসতি স্থাপন করা হচ্ছে। এতে হ্রদের আয়তন কমে যাচ্ছে।

৫. পর্যটকদের বর্জ্য দ্বারা হ্রদের পরিবেশ দূষণ হচ্ছে।

উপসংহার:

অপার সৌন্দর্যের অফুরন্ত সম্পদের এক বিরাট ভান্ডার কাপ্তাই হ্রদ। কাপ্তাই হ্রদের মৎস্য সম্পদ এতদাঞ্চলের জন-মানুষের কৃষ্টি-সংস্কৃতি ও জীবন-জীবিকার মান উন্নয়নের পাশাপাশি জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। সম্ভাবনাময় এই জলভান্ডারটি আরও সমৃদ্ধি ও উন্নয়নের দাবী রাখে। আধুনিক ও বিজ্ঞান ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা এবং যথাযথ উন্নয়নের পরশে আরও সমৃদ্ধ হোক এই হ্রদের মৎস্য ভান্ডার। নীরবে বহমান এ হ্রদের জলস্রোতের মতই জাতীয় জীবনে আগামী দিনেও বহমান থাকুক এ হ্রদের মৎস্য সম্পদের অবদান।